দোষে দোষী। আমরা জানি, ঐ ধরণের আচরণ যারা করে তাদের উপরে ঈশ্বরের দণ্ড ন্যায়সঙ্গতভাবে নেমে আসে।

তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে পুনর্জীবিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ লাভ করবে। কেননা অন্তরে বিশ্বাস করলে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয় এবং মুখের স্বীকারোক্তিতে লাভ করা যায় পরিত্রাণ। শাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ তাঁর উপরে যে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে কখনও লজ্জিত হবে না। কারণ ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তিনি সকলের প্রভু, যারা তাঁকে ডাকে তাদের সকলেরই প্রতি তিনি উদারহস্ত। কেননা শাস্ত্রে আছেঃ যে কেউ প্রভুকে ডাকে সে পরিত্রাণ পায়।

(যোহন ৮:২-১১, রোমীয় ৩:১-১২, ১২-২৬, ৫:৬-১১, ১ যোহন ১:৫-১০, ২:১-২, রোমীয় ১০:৯-১৩)

যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রকাশিত ঈশ্বরের ক্ষমাসুন্দর প্রেমের কথা আরও পড়ুন পাওয়া যাবে বাইবেলের নতুন নিয়মে। যোগাযোগ করুণঃ

BIBLE HOUSE
SYNOD CONFERENCE CENTRE
MISSION VENG, AIZAWL - 796 001
MIZORAM

Published by: **THE BIBLE SOCIETY OF INDIA**
FORGIVENESS - Bengali
50S 0714/2020-21/50M ISBN 81-221-3053-4
ISBN 978-81-221-3053-9

ক্ষমা

ক্ষমা

আমাদের পাপ, ব্যর্থতা ও অন্যায় কাজের জন্য আমাদের সকলেরই ক্ষমার প্রয়োজন। যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে যারা সত্যিই অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন। পাপের ক্ষমা সম্বন্ধে এখানে কতকগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

লোকেরা যীশুর চারিদিকে এসে জড়ো হলো। তিনি এক জায়গায় বসে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। এমন সময় শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত এক নারীকে সেখানে নিয়ে এলেন। সবার মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বললেন, গুরুদেব, এই নারী ব্যভিচারে রত অবস্থায় ধরা পড়েছে। মোশির অনুশাসনে এই ধরণের নারীদের প্রস্তরাঘাতে বধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন? যীশুর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ খাড়া করার উদ্দেশ্যে তাঁরা যীশুকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। যীশু হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। তাঁরা কিন্তু সমানে যীশুকে প্রশ্ন করে চললেন। যীশু তখন মাথা তুলে তাঁদের বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যে নিষ্কলংক, সেই প্রথমে একে পাথর মারুক। তিনি আবার হেঁট হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। তাঁর এই কথা শুনে সকলে একে একে সরে পড়লো। প্রধান নেতারাই গেলেন আগে। সেখানে বসে রইলেন একা যীশু আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলো সেই নারী। যীশু মাথা তুলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ওরা কোথায়? কেউ তোমায় শাস্তি দেয় নি? সে বললোঃ কেউ না, প্রভু। যীশু বললেনঃ আমিও তোমাকে শাস্তি দেব না। যাও, আর কখনও পাপ করো না।

শাস্ত্রে লেখা আছেঃ

ধার্মিক নয় কেউই, একজনও না, বোধসম্পন্ন কেউ নেই, কেউ নেই ঈশ্বর অন্বেষী। সকলেই পথভ্রষ্ট, সমভাবে কলুষিত সকলেই। সৎকর্ম করে এমন একজনও নেই। ঈশ্বরের সেই ধার্মিকতা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নির্বিশেষে সকল বিশ্বাসীর জন্যই দেওয়া হয়েছে। সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরদত্ত মহিমা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যেন তাঁরই অনুগ্রহের দান যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে উদ্ধার লাভ করে তারা ধার্মিকরূপে গণ্য হয়। ঈশ্বর তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত সাধনের মাধ্যমরূপে নিরূপিত করেছেন এবং তিনি নিজ রক্তে সেই কর্মসাধন করেছেন, যার ফল একমাত্র বিশ্বাসেই পাওয়া যায়। এইভাবেই ঈশ্বর তাঁর ধার্মিকতা দেখিয়েছেন, তাঁর ঐশ্বরিক সহিষ্ণুতায় তিনি মানুষের পূর্বকৃত পাপসমূহকে উপেক্ষা করেছেন। এইভাবে তিনি এই যুগে তাঁর ধর্মময়তা প্রকাশ করেছেন যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে তিনি স্বয়ং ধর্মময় এবং যারা যীশুনির্ভর তাদেরও তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন।

আমরা যখন দুর্বল ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট নির্ধারিত সময়ে এই অধার্মিকদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ধার্মিকদের জন্য কারুরই মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন নেই, সজ্জনের জন্য কেউ প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের পরাকাষ্ঠা এই যে আমরা যখন পাপী ছিলাম তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কাজেই তাঁর আত্মবলিদানের শোণিতে আমরা যখন ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি, তখন আমরা সুনিশ্চিত যে তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের চরম ক্রোধ থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। কারণ তাঁর পুত্রের মৃত্যুবরণের ফলে আমরা যখন শত্রু হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা খ্রীষ্টের জীবনের দ্বারা আরও কত না সুনিশ্চিতভাবে পরিত্রাণ লাভ করবো। কেবল তাই নয়, যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে এখন আমাদের পুনর্মিলন হয়েছে, সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের জন্য গর্ববোধ করছি।

আমরা তাঁর কাছ থেকে যে বার্তা শুনেছি, তা-ই তোমাদের কাছে ঘোষণা করছিঃ ঈশ্বর জ্যোতিস্বরূপ। তাঁর মাঝে নেই অন্ধকারের লেশ। আমরা যদি বলি যে আমরা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছি অথচ আঁধারে বিচরণ করি তাহলে আমরা মিথ্যাকথা বলি, সত্য আচরণ করি না। কিন্তু তিনি যেমন আলোকচারী তেমনি আমরাও যদি আলোকে বিচরণ করি, তাহলে আমরা পরস্পরের সাথী হই। তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত সর্ব পাপ থেকে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে। আমরা যদি বলি, আমরা নিষ্পাপ, তাহলে বুঝতে হবে আমরা আত্মপ্রতারণা করছি, আমরা সত্যনিষ্ঠ নই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পাপস্বীকার করি তাহলে তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং সমস্ত অধার্মিকতা থেকে আমাদের শুচি করবেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও ধর্মময়। যদি আমরা বলি, আমরা পাপ করি নি, তাহলে আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি, তাঁর বাক্ আমাদের অন্তরে স্থান পায় নি।

প্রিয় বৎসগণ, এ সব কথা আমি তোমাদের লিখছি যেন তোমরা পাপ না কর। কেউ যদি পাপ করে তাহলে পিতার কাছে আমাদের জন্য অনুরোধ করার একজন আছেন, তিনি ধর্মময় যীশু খ্রীষ্ট। তিনিই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, কেবল আমাদের নয়, সারা জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

অতএব শোন হে মানুষ, তুমি যেই হও, অন্যকে তুমি দোষী সাব্যস্ত করছ কিন্তু তোমার নিজেরই কোন কৈফিয়ৎ নেই। অন্যের বিচার করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই দোষী করছ, কারণ হে বিচারক, তুমি নিজেই সেই